

নারায়ণশলি পূজন এবং সেই পূজার অধিকারী ব্যক্তি কারা??

নারায়ণশলি পূজন এবং সেই পূজার অধিকারী ব্যক্তি কারা??

□ স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ মহীশ্বর।

স্পর্শনে নাধিকারোহস্তু বিষ্ণোর্ব্বা শঙ্করস্য চ।।

শূদ্রো বানুপনীতো বা স্ত্রী বাপি পততিহপি বা।

কশেবং বা শবিং বাপি স্পৃষ্ট্বা নরকমাপ্নুয়াৎ।। □ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ) □

বাংলা অনুবাদঃ □ স্ত্রী, শূদ্র এবং অনুপবীতরে শালগ্রামশলি এবং ব্রাহ্মণ প্রতীষ্টিতি শবিলঙ্ঘি স্পর্শ করবার অধিকার নাই, স্পর্শ করিলে পততিপূর্ব্বক নরকগামী হইতে হবে।

□ স্ত্রীশূদ্রপততিনাঞ্চ ষন্ডানাঞ্চ বকির্ম্মণাম্। নবোধিকারো বজ্রিয়েঃ শালগ্রাম শলির্চ্চনো। □

বাংলা অনুবাদঃ □ স্ত্রী, শূদ্র, পততি, পাষন্ড এবং বকির্ম্মীদরে শালগ্রামশলির্চ্চনে কোনপ্রকার অধিকার নাই।

□ স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শে বজ্রস্পর্শাধিকো মতঃ।।

মোহাদ্ যঃ সংস্পৃশেচ্ছূদ্রো যোষদিবাপি কদাচন

শয়তে নরকে ঘোরো যাবদাভূতসংপ্লবম্।। □ (বরাহপুরাণ) □

বাংলা অনুবাদঃ □ বরাহদেবে নজি মুখে বলছেন □ স্ত্রীলোক এবং শূদ্র জাতের করস্পর্শ বজ্রের স্পর্শাপেক্ষার অধিক হয়। মোহের বশবর্তী হয়ে যদি কোন শূদ্র বা নারী শালগ্রামশলি স্পর্শ করে থাকলে প্রলয়কাল পর্যন্ত তাহাকে নরকযাপন করতে হবে।

□ ন জাতু বট স্ত্রিয়া কার্য্যং শালগ্রামস্য পূজনম্।

ভর্ত্তহীনাথ সুভগা স্বর্গলোকহতিষেণী।।

মোহাৎ স্পৃষ্ট্বাত মহলিা জন্মশীলগুণান্‌বতি।

হতিবা পুণ্যসমূহন্তু সত্বরং নরকং ব্রজৎ।।

স্ত্রীপাণমুকুতপুষ্পাণি শালগ্রামশলিওপরি।

সর্ব্বাভ্যধিকিপাপানি বদন্তি ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।।

চন্দনং বসিপঙ্কাভং কুঙ্কুমং বজ্রসন্‌নভিম্।

নবৈদ্যং কালকুটাভং ভবদেভগবতঃ কৃতম্।।

তস্মাৎসর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স্ত্রিয়া স্পর্শঃ শলিওপরি।

কুর্ব্বতী যাতি নরকং যাবদন্‌দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।। □ (পদ্মপুরাণ, পাতালখন্ড) □

বাংলা অনুবাদঃ পরলোকশুভাভিলাষিণী স্বামীসৌভাগ্য-শালিনী বা ভরত্‌ত্বীনা নারী কখনোই শালগ্রামশিলার পূজা করবিনে না। সংকুলজাতা সর্ব্বসদৃশ গুণাসম্পন্না নারী মোহবশতঃ শালগ্রাম স্পর্শ করলি পূর্ব্বকৃত পুণ্যরাশি হারাইয়া সত্বর নরকগামিনী হইবনে। শালগ্রাম শিলার উপর নারীহস্ত মুক্ত পুষ্পই সর্ব্বপক্ষে অধিকতর পাপজনক। স্ত্রী হস্তক্ষিপ্ত চন্দন বসিপঙ্কবৎ, কুমকুম বজ্র সদৃশ এবং নবদেয় কালকূটবৎ কথিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য স্ত্রীগণের শালগ্রাম স্পর্শ সর্ব্বদা অবহিত। নষিধেবধি অতিক্রম করিয়া কোন নারী শালগ্রাম স্পর্শাদিকরলি নশ্চয়ই চতুর্দশ-ইন্দ্রাধিকার ব্যাপককালে নরক বাস করবি।

ব্রাহ্মণস্যবৈ পূজ্যোহহং শুচরেপ্যশুচরেপি

স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতোধিকো মম।। (লঙ্কিণ পুরাণ)

বাংলা অনুবাদঃ স্বয়ং ভগবান বলতিছেন- কেবলমাত্র ব্রাহ্মণই শুচি কনিবা অশুচি অবস্থায় আমার পূজা করতি পারে। স্ত্রী এবং শূদ্রের স্পর্শ আমার নিকট বজ্রপাতের চয়েও অধিক পীড়াদায়ক।

বপি-ক্‌ষত্রয়ি-বশ্যানাং শালগ্রামশিলার্চ্চনো

অধিকারো ন শূদ্রানাং হররবোর্চ্চনো তথা।। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখন্ড)

বাংলা অনুবাদঃ বপি ক্‌ষত্রয়ি বশ্যের শালগ্রামশিলার্চ্চনে অধিকার আছে কিন্তু শূদ্রের তাহাতে নাই।

বৃহৎ তন্ত্রসারঃ নামক কালজয়ী পুস্তকে উল্লেখ

প্রণবোচ্চারণাং হোমাং শালগ্রামশিলার্চ্চনাং ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চান্ডালতাং ব্রজ্যে।।

বাংলা অনুবাদঃ প্রণব উচ্চারণ, যজ্ঞ এবং শালগ্রামশিলা স্পর্শ এবং ব্রাহ্মণী বিবাহ করলে শূদ্র চন্ডালে পরণিত হয়।

বৃহৎ তন্ত্রসারে সুস্পষ্টরূপে

স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতো মমোপরি ইতি ভগদ্বচনাং।

সুতরাং স্ত্রী-শূদ্রের হাতের ছোঁয়া স্বয়ং ভগবানের মস্তকে বাজ পড়ার সমান। ইহা কোন মনুষ্যকল্পিত বচন নয়; ইহা স্বয়ং বরাট পুরুষ নারায়ণের উক্তি। অতএব কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যখন এই ভগবদুক্তি বিষয়ে নশ্চিতি তখন অযথা সন্দেহে প্রকাশ করবার কোন অবকাশ নাই।

যদি ভক্তরিভবতস্য স্ত্রীণাং বাপি বসুন্ধরো

দুরাদবোস্তৃপশন্ পূজাং কারয়ন্তে সুসমাহতিঃ।।

চরণামৃতপাননে সর্ব্বপাপক্‌ষয় ভবন্তে।। (বরাহপুরাণ)

অস্বার্থ এই যে, যদি শূদ্র কনিবা নারী দূর হইতে স্পর্শ না করিয়া ভক্তি যোগে অনন্য মনে পূজা করে তবে সে বস্তু চরণামৃত পাননে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীতি হয় স্ত্রী (উচ্চকোটি

স্তররে হলও) এবং শূদ্ররে শালগ্রাম স্পর্শ তীব্রভাবে নষিদ্ধ। স্বয়ং ভগবানরে বচন দ্বারা তাহাই অনুমতি হয়। তাহারা স্পর্শ না করে পূজা করানোর অধিকারী। যথা পদ্মপুরাণে□

□দীক্ষায়ুক্তসৈতথা শূদ্ররৈর্মদ্যপানবিরজ্জতিঃ। কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণদ্বারা শালগ্রামশলির্চ্চনম্।।□

অতএব নঃসংকোচে প্রতষ্টিতি হয় নারীদরে এবং শূদ্রগণরে শলিচক্রে স্পর্শনীয়পূজাধিকার নহে।

